বণিক বার্তা
www.bonikbarta.com
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
শনিবার
ঢাকা ■ ডিসেম্বর ২২, ২০১৮
পৌষ ৮, ১৪২৫
রবিউস সানি ১৪, ১৪৪০
১৬ পৃষ্ঠা দাম ১০ টাকা

> পৃষ্ঠা ১৪
পচেত্তিনোর পকেটই খালি!

ড. খুরশিদ আলমের নিবন্ধ
শুধু বিত্ত অর্জনে ব্যবসায়ীরা এখন আর খুশি নন
> পৃষ্ঠা ৪

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

শুধু বিত্ত অর্জনে ব্যবসায়ীরা এখন আর খুশি নন

ড. খুরশিদ আলম

ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রেখেছেন। তাদের সে চেষ্টার ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবসায়ী শ্রেণীর তেমন কোনো মর্যাদা সরকারি দপ্তরগুলোয় পাওয়া যায় না। ১৯৯০ সালে প্রথম যখন পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রাতিষ্ঠানিক উপদেষ্টা হয়ে যোগদান করি, তখন দেখি যে ঠিকাদারদের তেমন কোনো মর্যাদা দেয়া হয় না। তখন কর্মকর্তাদের বলি, প্রকৌশলীরা পরিকল্পনা করেন কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করেন ঠিকাদাররা। তাই তাদের আমাদের পার্টনার ভাবতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে কোনো উন্নয়ন কাজ হয় না, বিভাগের পক্ষে করা সম্ভবও নয়। তাই তাদের প্রতি আমাদের আরো বেশি সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে আরো বেশি সহযোগিতা চাইতে হবে। তাদের জন্য যখন ওয়ার্কশপ করা হয় ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা চাওয়া হয় এবং তাদের কাছে কী প্রত্যাশা যখন বলা হয়, তখন সত্যি সত্যি একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। অনেকে বলেছেন, জীবনে সেই প্রথম তাদের ডেকে সরকারি অফিসে চেয়ারে বসার সুযোগ দেয়া হয়েছে, সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে তাদের পক্ষ থেকে সব সহযোগিতা করার আশ্বাস পাওয়া যায়।

এরপর সেই ঠিকাদারদের সহযোগিতায় প্রতি বছরের মে মাসেই সে বছরের নির্ধারিত উন্নয়নের সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তখন প্রকৌশলীরা বুঝতে পারেন এতদিন ধরে তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা ঠিক হয়নি। একইভাবে এলজিইডিতে এসে দেখি, তারাও ঠিকাদারদের সঙ্গে যে আচরণ করছেন তা প্রায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতো। এখানে যখন বিষয়টির প্রতি নজর দিতে বলা হয় তখন তারা তা করেন এবং ঠিকাদারদের সহযোগিতায় এলজিইডির প্রকৌশলীরা চমৎকার সাফল্য লাভ করেন।

দেখা যায়, দেশে ব্যবসায়ীরা তেমন মর্যাদা পান না। বড় বড় ব্যবসায়ীর অনেকে বলেছেন, তারা কোটি কোটি টাকা কর ও ভ্যাট প্রদান করেন, অথচ তারা ফোন করে এমনকি একজন সচিবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। ঢাকা চেম্বারের এক সদস্য একদিন আক্ষেপ করে বললেন, তারা কোটি কোটি টাকা কর দেন অথচ তাদের তেমন মর্যাদা নেই। তারা ভিআইপি বা এ ধরনের কোনো মর্যাদা পান না। অন্যদিকে সম্প্রতি সিআইপি হিসেবে কিছু ব্যবসায়ীকে অভিহিত করা হচ্ছে, যা বছরে ১০০ বা তার কিছু বেশি। কিন্তু তা শুধু এক বছরের জন্য দেয়া হয়। তাছাড়া তার তালিকা সবসময় হালনাগাদ করা হয় না।

তাই তারা সিআইপি হওয়ার পরও আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এমপি হওয়ার জন্য, কারণ এমপির মর্যাদাটি পাঁচ বছরের জন্য। তাছাড়া একবার এমপি হলে গাড়ি-বাড়ি থেকে শুরু করে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়; জেলে গেলে ডিভিশন পাওয়া যায়। একজন সিআইপি তেমন কোনো কিছুই পান না। তাই দেশের মানুষ একজন সিআইপিকে তেমন মর্যাদা দেন না। তাই তা তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদার সংকট দূর করে না। লাখো কোটি টাকা বছরে তারা সরকারকে কর দেন, আর তার জোগান দিতে তাদের করতে হয় অতি অচিন্তনীয় পরিশ্রম।

তাই যত দিন যাচ্ছে ততই ব্যবসায়ীদের মধ্যে মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে দেখা যাবে আগামীতে তাদের ১০০ শতাংশ পদে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। যেমন একজন ব্যবসায়ী তার অর্জিত অর্থ ব্যয় করে ছেলেকে মেজর বা ডেপুটি সেক্রেটারি বানাচ্ছেন, কিন্তু তিনি নিজে কোনো পদ পাচ্ছেন না। ফলে তারা ভাবেন, তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত, তাহলে তারা সচিবের পদমর্যাদার একটি পদ পাবেন। তাদের মর্যাদা হবে, জনগণের কাছে মর্যাদা বাড়বে, পরিচিতি বাড়বে।

নি
ক
বাংলাদেশ
জাতীয় সংসদ নির্বাচন

> যদি ব্যবসায়ী শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করা না হয়, তাহলে তারা বিভিন্নভাবে সরকারের বিভিন্ন পদলাভে উৎসাহী হবেন। এর ফলে ব্যবসা ও রাজনীতি দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়ন। আগে রাজনৈতিক নেতা বলতে যাদের প্রজ্ঞা, মেধা, সততা ও ত্যাগ ছিল তাদের বোঝানো হতো। সে ধরনের নেতা এখন তেমন পাওয়া যায় না। এখন কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, এ ধরনের নেতা 'বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীতে' পরিণত হয়েছেন। এখন দেখা যায়, রাজনীতির মাধ্যমে বিত্ত-বৈভব অর্জন একটি বড় এজেন্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে ব্যবসায়ীরা সে সুযোগ গ্রহণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে এ প্রবণতা পেশাজীবীর সংঘাত বা ক্ল্যাশ অব প্রফেশনালের দিকে ধাবিত হচ্ছে

তথ্যে দেখা যায়, ১৯৫৪ সালে মাত্র ৪ শতাংশ, ১৯৭৩ সালে ১৩ শতাংশ, ১৯৭৯ সালে ৩৪ শতাংশ, ১৯৯৬ সালে ৪৮ শতাংশ, ২০০১ সালে ৫১ শতাংশ, ২০০৮ সালে ৬৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যবসায়ী সংসদ সদস্য হয়েছেন। এ ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবসায়ীদের সংসদ সদস্য হওয়ার হিড়িক প্রমাণ করে, তারা বিত্ত অর্জনের পাশাপাশি কর্তৃত্ব ও মর্যাদা অর্জনের ব্যাপারে অনেক বেশি সোচ্চার।

অনেকে মনে করেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুণী লোকের অভাব রয়েছে। তা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। যেমন আনিসুল হক থেকে শুরু করে মনজুর এলাহী পর্যন্ত অসংখ্য ব্যবসায়ীর কথা বলা যায়, যারা খুবই দক্ষ ছিলেন বা আছেন। তারা দেশের ৩৬ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয় করেছেন এবং তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানি করেছেন। দেশের অনেক উৎপাদন খাতকে এখন পৃথিবীর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদিতে রূপান্তর করেছেন। এখন প্রায়ই দেখি, তরুণ ব্যবসায়ী সমাজ, যাদের বয়স ৩৫-৪৫ বছরের মধ্যে, তারা পশ্চিমা আধুনিক ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের সমকক্ষ হতে এখন অন্যদের বেগ পেতে হচ্ছে। তাই দেখা যায়, এসব ব্যক্তি রাজনীতিতে আসতে চাইছেন আর অনেক রাজনীতিক এখন ব্যবসায় যেতে চাইছেন। বলা যায়, তারা স্থান পরিবর্তন করতে চাইছেন।

রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। হাজার হাজার বছর ধরে সরকারের তিনটি অঙ্গ যথা— শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা বণ্টন করা হয়। এসব বিভাগের গুরুত্ব ও ভূমিকা দেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হতে থাকে। একসময় আমাদের দেশ উন্নয়নের জন্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে দাতা সংস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তখন দাতা সংস্থার একজন অতি সাধারণ কর্মকর্তাও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পাশে বসতেন, অনেক সময় ডেকেও বসানো হতো। এখন বাংলাদেশ ব্যবসায়ীসহ করদাতা শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। তার অর্থ হচ্ছে, এখন এ করদাতা শ্রেণীই দেশের দাতা শ্রেণী। আর লক্ষণীয় হচ্ছে, দাতাদের বেশির ভাগ টাকাই ঋণের টাকা; যা ফেরত দিতে হয় সুদসহ কিন্তু করাদাতা শ্রেণীর কোনো টাকা আর সরকারকে ফেরত দিতে হয় না। এদিক থেকে চিন্তা করলেও করদাতা শ্রেণী হচ্ছে সত্যিকারের দাতা শ্রেণী।

তাই যদি ব্যবসায়ী শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করা না হয়, তাহলে তারা বিভিন্নভাবে সরকারের বিভিন্ন পদলাভে উৎসাহী হবেন। এর ফলে ব্যবসা ও রাজনীতি দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়ন। আগে রাজনৈতিক নেতা বলতে যাদের প্রজ্ঞা, মেধা, সততা ও ত্যাগ ছিল তাদের বোঝানো হতো। সে ধরনের নেতা এখন তেমন পাওয়া যায় না। এখন কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, এ ধরনের নেতা 'বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীতে' পরিণত হয়েছেন। এখন দেখা যায়, রাজনীতির মাধ্যমে বিত্ত-বৈভব অর্জন একটি বড় এজেন্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে ব্যবসায়ীরা সে সুযোগ গ্রহণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে এ প্রবণতা পেশাজীবীর সংঘাত বা ক্ল্যাশ অব প্রফেশনালের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই সরকার উচিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাদের অবদানের ভিত্তিতে ১. অন্তত এক হাজার ব্যবসায়ীকে সিআইপি ঘোষণা করা; ২. কমপক্ষে তিন বছরের জন্য সিআইপি প্রদান করা (করের কাগজপত্র এবং অন্য কিছু বিবেচনা করে যেমন— ১০ বছরের অবদান বিবেচনায় নিয়ে); ৩. সরকারি খরচে তাদের গাড়ি, ড্রাইভার ও একজন ব্যক্তিগত সহকারী প্রদান করা (প্রয়োজনে গাড়ি ও ড্রাইভারের জন্য মাসে একটি নির্দিষ্ট ভাতা এবং সহকারীর বেতন); ৪. সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের জড়িত করা; ৫. বিভিন্ন কমিটিতে তাদের সম্পৃক্ত করা। তা না হলে আগামী দিনে ব্যবসায়ীরা আরো বেশি বেশি রাজনীতিতে জড়াতে থাকবেন এবং তাদের অনেক মূল্যবান সম্পদ ও মেধা বিভিন্ন কারণে অপচয় করবেন। তাদের যথাযথ মর্যাদা দিলে তারা রাষ্ট্রকে আরো বেশি দিতে উৎসাহী হবেন। সরকারকে তা বিবেচনায় নিতে হবে।

লেখক: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট; সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক
khurshedbisr@gmail.com